VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063
Topic- **বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমৃতলাল বসু**
Course Title: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনিশ শতক)
Paper- 3
Module-1
Semester- 2
Name of the Teacher- Prof. SUBRATA SAMANTA
Name of the Department- Bengali

গিরিশ চন্দ্রের সহযোগী নট নাট্যকার এবং নাট্যপরিচালক অমৃতলাল বসু একজন সুদক্ষ অভিনেতা এবং নাট্য রচয়িতা। তাঁর মধ্যে ছিল স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় প্রতিভা, তাছাড়াও তিনি গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে অভিনয় এবং নাটক সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। অভিনয়ের অবকাশে অনেকগুলি গভীর নাটক রোমান্টিক নাটক হাস্য পরিহাস এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ পূর্ণ প্রহসন এবং গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন।

বাংলা থিয়েটার এবং নাটকের উল্লেখযোগ্য নাট্য ব্যক্তিত্ব তিনি। 1872 খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে নীলদর্পণ অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারের নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। সেই কর্মদ্যোগে অমৃত লাল যুক্ত ছিলেন। নারী চরিত্র সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অভিনেতা হিসেবেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্ত্রীভূমিকা দিয়ে মঞ্চাভিনয় শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি নানা ধরনের চরিত্র কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে থাকার সময় তিনি নাটক রচনা শুরু করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নাটক রচনা করেছেন ভাবগম্ভীর নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য, নকশা সবই তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রহসন গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সময়কালে আবেগ বিহ্বল ভক্তি ধর্মের পৌরাণিক নাটক কম লিখে তিনি রচনা করেছেন বুদ্ধি নির্ভর তির্যক জীবন দৃষ্টির নাটক। ভক্তিবাদ প্রণয়লীলা কিংবা জাতীয় বোধ সবক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আবেগ বর্জিত, বুদ্ধি ও চিন্তায় হাস্যমুখর। প্রহসনগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রহসন রচয়িতাদের মধ্যে তিনি উচ্চ স্থানের অধিকারী।

তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণভাবেই প্রহসন এবং রঙ্গ নাট্য প্রতিভা। 'হীরকচূর্ণ' বা 'গায়কোয়াড়' নাটক (1875),তরুবালা(1891), হরিশ্চন্দ্র(1899)যাজ্ঞসেনী (1928) প্রভৃতি গভীর নাটক হলেও বিশেষভাবে সার্থক হতে পারেনি। যাজ্ঞসেনী নামক পৌরাণিক নাটক কোন কোন পাঠকের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল, কিন্তু অমৃতলালের নবযৌবন (1914) একটি উৎকৃষ্ট রোমান্টিক কমেডি। বাংলা সাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে সুরুচিপূর্ণ স্বাভাবিক কমেডির অভাব, তাই সেই দিক থেকে বিচার করলে নবযৌবন নাটকটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়, স্নিগ্ধ এবং নির্মল হাস্যরসে পরিপূর্ণ। অমৃতলালের বিবাহ বিভ্রাট (1884), রাজাবাহাদুর (1898), খাসদখল(1912) হাস্যোদ্দীপক সামাজিক কমেডি খাসদখল এবং রাজাবাহাদুর অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অমৃতলাল সামাজিক অনাচার এবং ব্যাধির বিরুদ্ধে বিদ্রুপাত্মক ভাষায় বিদ্রোহ করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ, বিলেত ফেরত, ইঙ্গবঙ্গীয় সম্প্রদায়,রক্ষণশীল সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর প্রহসনের প্রধান অবলম্বন। 'একাকার','কালাপানি', 'অবতার', 'বাবু', ইত্যাদি প্রহসনে তিনি বাঙালি সমাজের অসংগতি তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের সাহায্যে প্রকাশ করেছিলেন। অমৃতলাল সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাচীনপন্থী হলেও প্রগতিশীলতার বিরোধীতা তিনি করেননি। কিন্তু রক্ষনশীলতার মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তাঁর নজরে পড়েনি ফলে কিছুটা হলেও পশ্চাৎগামী মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়। কিন্তু তবু বলা যায় বিচিত্র বাগভঙ্গির অপূর্ব কুশলতায় এবং নাটকীয়

সংস্থানের প্রয়োগে তার এই প্রহসন গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার 'চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্যে', 'কৃপণের ধন' প্রহসন দুটিতে আক্রমণের উগ্রতা নেই, তা অনেক বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। যদিও এই দুটি প্রহসন পাশ্চাত্যের অনুকরণে রচিত তবু সার্থক অনুকরণ হয়েছে।

অমৃতলালের প্রহসন রচনায় অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। সংলাপ রচনা, ঘটনা সংস্থাপন, অসংগতি জনিত হাস্য পরিহাস, আক্রমণমূলক বিদ্রুপ প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয়েও তিনি বাংলা নাট্য সাহিত্যে সেরকম স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারেননি। তবুও বলা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে বাঙালি সমাজ জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন একমাত্র তিনিই, যা তাঁর রচনায় বারবার প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অমৃতলাল বসুর এখানেই বিশেষত্ব। সাধারন রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে শুধু নয়, বাংলা রঙ্গালয় নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে যে কয়েকজন নাট্যব্যক্তিত্ব তাঁদের জীবন অতিবাহিত করেছেন গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের পর অমৃতলাল বসুর নাম সেখানে চিরস্মরণীয়।